১২৮
সংযুক্তি-খ

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার পরিচালনা বোর্ডের ১১তম সভার কার্যবিবরণী

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) পরিচালনা বোর্ডের ১১তম সভা বিগত ২৩-০৯-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব মোঃ মাহবুবুর রহমান তালুকদার, এমপি বিশেষ আমন্ত্রণে সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় উপস্থিত সম্মানীত সদস্যগণের তালিকা সংযুক্তি 'ক'তে দেখানো হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, বিগত পরিচালনা বোর্ডের সভা ২৫/১০/২০০৯ তারিখে এবং কারিগরী কমিটির সভা ২০/১১/২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক, ওয়ারপো জনাব মোঃ সহিদুর রহমান এর নিকট দীর্ঘ ৩ (তিন) বছর পর সভা অনুষ্ঠানের কারণ জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ৩(তিন) বছরে মোট ৪ জন কর্মকর্তা মহাপরিচালক হিসেবে স্বল্পমেয়াদে প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ফলে পরিচালনা বোর্ডের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে তাঁদের মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে যাতে পরিচালনা বোর্ডের সভা নিয়মিত হয় এ বিষয়ে ওয়ারপো মনোযোগী হবে।

সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সভায় জানান যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন-১৯৯২ এর ধারা-৬ অনুসারে পরিচালনা বোর্ডে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে পরিচালনা বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি এ আইন পরিবর্তন করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে পরিচালনা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যগণ এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় মহাপরিচালক, ওয়ারপোকে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

আলোচ্য বিষয়-১: ওয়ারপোর উপর পরিচিতিমূলক উপস্থাপন ও চলমান কার্যক্রম

মহাপরিচালক, ওয়ারপো, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা প্রতিষ্ঠার ক্রমধারা, কার্যাবলী, গঠন, জনবল এবং প্রধান প্রধান চলমান কার্যক্রম ও তার অগ্রগতির বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেন।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো বলেন যে, সংস্থার প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে এনডব্লিউএমপি (NWMP) হালনাগাদকরণের কর্মসূচী হিসেবে ইতোমধ্যে এনডব্লিউএমপি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য একটি তথ্য ব্যবস্থা সিষ্টেম (এমআইএস) প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন; যা পরবর্তীতে এনডব্লিউএমপি হালনাগাদে সহায়তা করবে।

তিনি আরও বলেন 'ক্লিয়ারিং হাউজ' কার্যক্রমের আওতায় ওয়ারপো ইতোমধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প পর্যালোচনা করে আসছে। পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে অন্যান্য সংস্থার প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে। ওয়ারপোতে স্থাপিত জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডারে (এনডব্লিউআরডি-NWRD) নতুন নতুন ডাটা লেয়ার সংযোজন এবং এর মাধ্যমে হালনাগাদ ও উন্নীতকরণ চলমান আছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(১) ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ডের সভা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে। পরিচালনা বোর্ডের পরবর্তী সভা ডিসেম্বর, ২০১২তে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা-৬ সংশোধন করে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে পরিচালনা বোর্ডের সহ-সভাপতি করার সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২: পরিচালনা বোর্ডের ১০ম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

পরিচালনা বোর্ডের ১০ম সভার কার্যবিবরণীতে উত্থাপিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর পরিচালনা বোর্ডের সম্মানীত সদস্যবৃন্দ কার্যবিবরণী অনুমোদন বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

সভাপতি মহোদয় ১০ম সভার কার্যবিবরণী সদয় অনুমোদন প্রদান করেন।

আলোচ্য বিষয়-৩: পরিচালনা বোর্ডের ১০ম সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো বিগত ২৫-১০-২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ডের ১০ম সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তসমূহের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থিত সম্মানীত সদস্যবৃন্দের জ্ঞাতার্থে উত্থাপন করেন। বিগত সভায় ওয়ারপোর জনবল এবং নিজস্ব ভবন নির্মাণের বিষয়ে তিনি বলেন যে, সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ৭২ নং গ্রীণরোডস্থ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চত্বরে ওয়ারপো ভবন নির্মাণের জন্য পাউবো প্রায় ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ জমি প্রদানে সম্মত হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ ভবন নির্মাণের জন্য ৩(তিন) কোটি টাকা অনুন্নয়ন বাজেটে সংস্থান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন এবং ভবনের একটি স্থাপত্য নক্শা পূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান স্থাপত্যের দপ্তরে প্রণয়নাধীন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

ওয়ারপো ভবন নির্মাণের স্থাপত্য নক্শা একমাসের মধ্যে প্রধান স্থাপত্য এর দপ্তর থেকে অনুমোদন এবং ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে ভবনের নির্মাণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪: জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৮ম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অবহিতকরণ

সভায় বিগত ২৪-০৫-২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের ৮ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অষ্টম সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

(১) ২৫ বছর মেয়াদী সমন্বিত "জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডব্লিউএমপি)" হালনাগাদ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এনডব্লিউএমপি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য ওয়ারপোকে শক্তিশালী করতে হবে।

(২) সমীক্ষা এবং গবেষণাধর্মী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ও সমন্বিত ব্যবহার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ দ্রুত ভেটিং করত: সংসদের আসন্ন অধিবেশনে উপস্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৪) শহরাঞ্চলে জলাভূমিসমূহ সংরক্ষণ করতে হবে এবং যে কোন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের সময় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।

(৫) প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করা হলো।

জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা হালনাগাদকরণে ও বাস্তবায়ন সমন্বয়ে ওয়ারপোকে শক্তিশালীকরণের বিষয়টি আলোচিত হয়।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো বলেন, ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-পরিস্থ পানির সর্বোত্তম ও সমন্বিত ব্যবহারের লক্ষ্যে ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তাবিত কার্যক্রম ওয়ামিপ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক দ্রুত ভেটিং গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ারপো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শহর অঞ্চলের জলাভূমি সংরক্ষণ এবং এ সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে ওয়ারপো বৃহত্তর ঢাকা অববাহিকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা শীর্ষক একটি সমীক্ষা প্রস্তাব প্রণয়ন করছে। সমীক্ষাটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকার জলাভূমি সংরক্ষণে প্রকল্প গ্রহণ সহায়ক হবে। শহরের জলাভূমি সংরক্ষণে পরিবেশ আইন অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করবে এবং ওয়ারপো এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করবে।

এ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, বিগত ২১-০৫-২০১২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের সভায় খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ওপর আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশোধিত খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিং এর জন্য পাঠানো হয়। সিনিয়র সচিব মহোদয় এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব এর সঙ্গে কথা বলেছেন।

তিনি আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিবিড় আলোচনা ও যোগাযোগের মাধ্যমে পানি আইন-২০১২ ভেটিং ত্বরান্বিত করার পরামর্শ দেন।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও ওয়ারপো সম্মিলিতভাবে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এর সাথে বৈঠক করে অমিমাংসীত বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর ভেটিং ত্বরান্বিত করবে।

আলোচ্য বিষয়-৫: এনডব্লিউএমপি হালনাগাদ কার্যক্রম এবং এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা

মহাপরিচালক, ওয়ারপো বলেন যে, এনডব্লিউএমপি (NWMP) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি সামষ্টিক পরিকল্পনা, যাতে ১৩টি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩৫টি সংস্থার দায়িত্ব ও কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী এনডব্লিউএমপি হালনাগাদকরণে প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার সহায়তা বিষয়ে ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং মহাপরিচালক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা থেকে ফোকালপয়েন্ট হিসেবে প্রতিনিধি মনোনয়ন করে হালনাগাদ কর্মকান্ডে সহায়তা করার জন্য পরিচালনা বোর্ডের সম্মতি কামনা করেন।

এ পর্যায়ে সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এখনও এনডব্লিউএমপি হালনাগাদ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সংস্থাটি এখনো কাংখিত গতিশীলতা পায়নি। বর্তমান সরকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্যোগ ও গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। নদ-নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে পানি প্রবাহ, নৌ-পরিবহণ এবং নদী শাসন বিষয়ে গুরুত্ব দিলেও ওয়ারপো'র এ বিষয়ে কোন ভূমিকা দেখা যায়নি। দীর্ঘদিন পর এ ধরণের ডকুমেন্ট আপডেট না হলে এর মূল্য থাকে না।

তিনি আরও বলেন, ওয়ারপো এককভাবে এনডব্লিউএমপি হালনাগাদ করলে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা এর সহযোগিতা তথা সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জিত হবে না। তিনি বলেন পানি সম্পদের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় এনডব্লিউএমপি হালনাগাদকরণের কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে সমন্বিতভাবে গ্রহণ করতে হবে।

দেশের একমাত্র সামষ্টিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ওয়ারপোর অভিষ্ঠ লক্ষ্য ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য পরিচালনা বোর্ডের নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। তিনি ২ থেকে ৩ মাস অন্তর অন্তর পরিচালনা বোর্ডের সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন।

এ পর্যায়ে বিগত ৫ বছরে ওয়ারপোর কারিগরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত না হওয়ার বিষয়টি উত্থাপিত হলে মহাপরিচালক, ওয়ারপো, কারিগরী কমিটির কার্যপরিধি বিষয়ে অবহিত করে বলেন যে, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সমস্যা নিরসনে সংস্থাকে পরামর্শ প্রদানের ক্ষেত্রে এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় । এ পর্যায়ে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, যেহেতু ওয়ারপোর কার্যাবলী অনুযায়ী সমস্ত কর্মকান্ডগুলি "সেক্টরাল" সেহেতু কারিগরী কমিটির সভাপতি পদে সদস্য (পানি সম্পদ, কৃষি এবং পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান), পরিকল্পনা কমিশনকে নির্বাচন যৌক্তিক। এ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, ওয়ারপোর কারিগরী কমিটির ভূমিকা, কার্যপরিধি এবং এর পূর্ববর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে আমরা অবহিত নই। এ কমিটির ধারাবাহিক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ প্রসঙ্গে এনডব্লিউএমপি হালনাগাদ বিষয়ে পদ্ধতি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার সহযোগিতা বিষয়ে পরিচালনা বোর্ডকে অবহিত রেখে কারিগরী কমিটির সভা আহবানের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন, ওয়ারপোর কার্যপরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন এর ধারা-২২ অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যাবলী বিধি দ্বারা বাস্তবায়ন উপযোগী করতে হবে। বিগত ২০ বছরে ওয়ারপোর কোন কাজ হয়নি। প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ারপো অতীতে "ডাম্পিং প্লেইস" হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ওয়ারপোর গতি আনয়নে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে নাই। সত্যটি যতই অপ্রিয় হউক ওয়ারপোর গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে তা বলতে হবে। সচিব আরও বলেন ওয়ারপো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং অচিরেই এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন অনুযায়ী ওয়ারপোর কার্যাবলী সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে ওয়ারপোকে শক্তিশালীকরণ এবং গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সচিবদের সমন্বয়ে একটি Core Committee গঠনের প্রস্তাব করেন।

এ পর্যায়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, ওয়ারপোর বিষয়ে আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওয়ারপোর দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হলেও ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডে আমি সদস্য নই। তিনি ওয়ারপোকে আরও কার্যকর করায় জন্য Core Committee এর প্রস্তাব সমর্থন করে কমিটিকে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় ঐক্যমত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত কমিটিতে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি), পরিকল্পনা কমিশন এর সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেন।

পরিচালনা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এর পক্ষে প্রতিনিধি মোঃ জাহিদ হোসেন, বিভাগীয় প্রধান বলেন, ওয়ারপোকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত জনবলের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২ তে ওয়ারপোর করণীয় যে সকল দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তার আলোকে বিধি প্রণয়ন করতে হবে। পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এবং খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২ এর আলোকে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়নপূর্বক ওয়ারপোর জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব করতে হবে। তবে তার আগে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন।

সর্বশেষে সভাপতি বিধি প্রণয়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয় কিংবা সংস্থার কার্যাবলীর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় এমন সকল বিষয়গুলো পরিহার করার জন্য অনুরোধ করেন।

এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, প্রস্তাবিত খসড়া বাংলাদেশ পানি আইন-২০১২ এর অনেক অমিমাংসিত প্রশ্ন পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এর আলোকে বিধি প্রণয়ন করে সুরাহা করা যায়। এ অবস্থায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে ওয়ারপোর কার্যপরিধির বিষয়ে বিধির একটি খসড়া প্রণয়নের জন্য পরামর্শ দেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ এর আলোকে প্রয়োজনীয় বিধিমালা এর খসড়া আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে ওয়ারপো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

(২) কারিগরী কমিটির সভা আগামী দুই মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) ওয়ারপোকে শক্তিশালীকরণ এবং ইহার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে একটি Core Committee গঠন করার সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৬: ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

মহাপরিচালক, ওয়ারপো বলেন যে, সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে জনবল নিয়োগ/পদোন্নতি এবং ওয়ারপোর কর্মকান্ড স্থায়ীভাবে পরিচালনার জন্য ওয়ারপোর ভবন নির্মাণের বিষয়টি আলোচ্য সূচি-২ এ উল্লেখ করেছেন। ওয়ারপোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যমান ৮৭টি পদের অতিরিক্ত যে ৯৩টি নতুন পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়, পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃথক কমিটি দ্বারা তা ২৮টি অতিরিক্ত পদ সৃজনের সংশোধিত প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া প্রস্তাবিত বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১২ এর আলোকে ওয়ারপোর জনবলের প্রয়োজনীয়তা পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে বিদ্যমান ওয়ারপোর ৪৪ জন কর্মকর্তার মধ্যে ২৬ জন কর্মকর্তা কাজে নিয়োজিত আছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১০-১৫টি কারিগরী পদ প্রায় শূণ্য থাকে। উচ্চ মেধার কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হলেও প্রায়:শই সংস্থা ত্যাগ করে চলে যায়। এ অবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ওয়ারপো ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর শূণ্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে।

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ আইডব্লিউএম, সিইজিআইএস এবং ওয়ারপোর কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করেন। এ প্রেক্ষিতে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস উভয়ই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুইটি পাবলিক ট্রাষ্ট। বিভিন্ন সংস্থা সমীক্ষা প্রণয়ন/পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপন এর জন্য আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস কে পরামর্শক হিসেবে নিয়োজিত করে থাকেন।

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন ১৯৯২ অনুযায়ী পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা পানি বিষয়ক বিভিন্ন সমীক্ষা প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত। ওয়ারপোর জাতীয় তথ্য ভান্ডার সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সংস্থা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস এর পাশাপাশি সরকারী সংস্থা হিসেবে আরআরআই এবং ওয়ারপো উভয়ে সমন্বিতভাবে পানি বিষয়ক সমীক্ষা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। আরআরআই তে পানি বিষয়ক গাণিতিক ও ভৌত মডেল পরিচালনা করার দক্ষতা আছে। আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস বর্তমানে স্থানীয় প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা প্রদান এর পাশপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলে আইডব্লিউএম এবং সিইজিআইএস এর কারিগরী সহায়তা মূল্য উচ্চ হারে নির্ধারিত হয়। আরআরআই এবং ওয়ারপো স্বস্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে পানি বিষয়ক সমীক্ষা ও কারিগরী পরামর্শ প্রদান করতে পারে। তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সমীক্ষা ও কারিগরী পরামর্শ গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ আরআরআই এবং ওয়ারপোকে প্রদানের পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সচিব, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেন, আইডব্লিউএম এবং বুয়েট এর পাশাপাশি ওয়ারপো নৌপরিবহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষা গ্রহণ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

(১) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ১৯৯২ এর ২২ ধারা অনুযায়ী ওয়ারপোর ভবিষৎ কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়নপূর্বক ওয়ারপোর অতিরিক্ত জনবল পুন:নির্ধারণ করতে হবে।

(২) পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন অনুযায়ী ওয়ারপো এককভাবে কিংবা আরআরআই সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্মিলিতভাবে পানি বিষয়ক বিভিন্ন সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

(৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে পানি বিষয়ক সমীক্ষা/কারিগরী পরামর্শ প্রণয়নের জন্য ওয়ারপো এবং আরআরআই কে সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৭: 'খসড়া তথ্য বিতরণ নীতি' বিবেচনা ও সুপারিশকরণ

এ পর্যায়ে মহাপরিচালক, ওয়ারপোতে স্থাপিত জাতীয় পানি সম্পদ উপাত্ত ভান্ডার উন্নীতকরণ এবং এর ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক 'খসড়া তথ্য বিতরণ নীতিমালা' উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ নীতিমালাটি খসড়া পর্যায়ে আছে। নীতিমালাটির উপর প্রয়োজনীয় মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেক-হোল্ডারদের নিকট ইতিমধ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ভান্ডারে রক্ষিত তথ্য-উপাত্ত যাতে অধিক সংখ্যক ব্যবহারকারীর জন্য উম্মুক্ত করা যায় সে জন্য এটা প্রণীত হয়েছে। খসড়া এ নীতিমালা পরবর্তীতে কারিগরী কমিটি কর্তৃক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা পর্যালোচনার পর চুড়ান্ত আকারে পরবর্তী পরিচালনা বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

উপস্থিত সম্মানীত সদস্যবৃন্দ জাতীয় তথ্য বিতরণ নীতিমালা এবং উপাত্তের মূল্য নির্ধারণ প্রয়োজন আছে বলে সকলে একমত প্রকাশ করেন। পরামর্শক ফার্মের জন্য এ সকল তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারে উচ্চ মূল্য নির্ধারণে পরামর্শ দেন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

'খসড়া তথ্য বিতরণ নীতি' কারিগরী কমিটির মাধ্যমে এক মাসের মধ্যে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৮: বিবিধ

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বলেন যে, বিভিন্ন নদ-নদী শুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে এ প্রবাহ অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। তিনি বলেন পদ্মা থেকে উৎসারিত ইছামতি নদীর প্রবাহকে কাইশাখালী বাঁধ দিয়ে অবরুদ্ধ করা হয়েছে যা রেগুলেটর স্থাপনের মাধ্যমে ইছামতি নদীর প্রবাহ পুন:স্থাপন করা যেতে পারে। নাগর নদীতে রাবার ড্যাম এর সাহায্যে শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে বাঙ্গালী নদীর বর্তমান অবস্থা নিরসনে উপায় নির্ধারণ করতে হবে। ওয়ারপো এ সকল সমস্যা কবলিত নদী বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে।

সদস্যবৃন্দের সম্মানী বিষয়ে বলা হয় যে পূর্ববর্তী পরিচালনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দের সম্মানী হিসেবে প্রতিটি সভায় উপস্থিতির জন্য ১,৫০০/- নির্ধারণ করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রতি মাননীয় সদস্য সম্মানী ২,৫০০/- টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের সদস্যবৃন্দের সম্মানী ১,৫০০/- থেকে ২,৫০০/- টাকা উন্নীত করা হয়েছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত:

ওয়ারপোর পরিচালনা বোর্ডের সম্মানীত সদস্যবৃন্দের সম্মানী আগামী বোর্ড সভা থেকে ২,৫০০/- টাকা প্রদানের সুপারিশ করা হল। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, দীর্ঘদিন পরে হলেও আজকের পরিচালনা বোর্ডের সভা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। সভায় অধিকাংশ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রতিটি সদস্যবৃন্দ ওয়ারপো শক্তিশালীকরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। আজকের সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং আগামী পরিচালনা বোর্ড এবং কারিগরী কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হলে ওয়ারপোর কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সমস্যা এবং এর উত্তরণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বিত প্রচেষ্টায় সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেন। নিয়মিত পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠান সামগ্রিক দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অব্যবস্থা/নৈরাজ্য দূরীকরণে সহায়তা করবে। অত:পর তিনি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(মোঃ সহিদুর রহমান)
মহাপরিচালক, ওয়ারপো
ও
সদস্য-সচিব, পরিচালনা বোর্ড
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

০২/১০/২০১২
(রমেশ চন্দ্র সেন)
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (ওয়ারপো) পরিচালনা বোর্ডের ১১তম সভা

সভাপতি : জনাব রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৩-০৯-২০১২খ্রিঃ
সময় : ১০:০০ মিঃ
স্থান : সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৪০৬), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.				
২.				
৩.				
৪.				
৫.				
৬.				
৭.				
৮.				
৯.				
১০.				